জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।৹ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 19th Nov. 1952 | ২৫শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

৺শারদীয়া মহাপূজার প্রাপ্য বকেয়া অবকাশ

আমরা ৺পূজার অবকাশ দুই সপ্তাহের মধ্যে ১ সপ্তাহ গ্রহণ করিয়া বাকি ১ সপ্তাহের অবকাশ আবশ্যক মত লইব বলিয়া গ্রাহকবর্গের নিকট কৃত আবেদনানুসারে আগামী ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে "জঙ্গিপুর সংবাদ" প্রকাশিত হইবে না।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

"যাকে স্বামীতে করে হেলা, তাকে রাখালে মারে ঢেলা"

—০—

কোন্ অতীতকালে, কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের পত্নী স্বামীর দ্বারা অবজ্ঞাতা হইয়া, দীন মলিন বেশে হয়তো দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন, পল্লীর গরু-চরা রাখালেরাও তাঁহার কোন রক্ষক নাই দেখিয়া এই সাহসে নিরাশ্রিতা পাগলিনী জ্ঞানে, ঢেলা মারিয়া তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া এবং নিজেদের প্রভূত ক্ষমতাশালী ভাবিয়া, বাহাদুরী ও আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিত। কোনও হৃদয়বান পল্লীকবি—নিরাশ্রিতার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া এই দুই পংক্তি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, আজও তাহা বাঙলায় প্রবাদ-বাক্যরূপে লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে।

বিবাহের সময় স্বামী (বর) যেমন পত্নীর (বধূর) অন্নবস্ত্রসহ যাবতীয় সুখ স্বচ্ছন্দতার ভার প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন, সরিয়তী সরিকগণের সহিত ভারত বিভাগ বণ্টনের সময় ভারতীয় নেতৃ-বৃন্দ (জীবিতদের মধ্যে এখন জহরলালজী তাঁহাদের অগ্রগণ্য) পাকিস্তানের ভাগের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নিগ্রহ হইলে, তাহাদের রক্ষা করিবার ভার লইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানে নিগৃহীত, নিপীড়িত, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত, বিতাড়িত উদ্বাস্তু-দলের দশা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বাঙলার নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াও ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, ভারতের বেতনভোগী প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী তাঁহার কন্যাকে দুর্গত পাকিস্তান-বিতাড়িত উদ্বাস্তুদের দুর্গতি নিরীক্ষণ করিবার জন্য পাঠাইয়া স্বীয় মহানুভবতা, নেতৃ হৃদয়ের পরিসরের পরিমাণ এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিমকহালালীর পরিচয় দেখাইয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি দিল্লীর লোকসভায় পাকীস্তানী অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকারের দাবি করিয়া যে সমস্ত সংখ্যাল্প সদস্যগণ বক্তৃতায় আবেদন নিবেদন করিয়া-ছেন, প্রধান মন্ত্রী জহরলালের জবাবের পর সভায় বিরোধীদলের সমস্ত প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। এবং ভারত সরকারের পাকিস্তান নীতি অনুমোদন করিয়া সর্দ্দার এ, এস, সাইগলের সংশোধন প্রস্তাব ২১৬—৫৯ ভোটে গৃহীত হয়। ইহার ফলে ঢিল-মারা রাখালদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঘে যদি ধান খায়

—০—

মাদ্রাজ মুলুকের প্রধান মন্ত্রী রাজা গোপালাচারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার রাজ্যে কণ্ট্রোলরূপ পাপ উঠাইয়া দিয়া সে রাজ্যের লোকের ধন্যবাদ পাইবার পূর্ব্বেই আমাদের রাজ্যের লোক তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ভারতের খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আহম্মদ কিদোয়াই সাহেব ঘোষণা করিলেন—কলিকাতায় খাদ্য যোগাবার ভার লইবেন কেন্দ্রীয় সরকার, আর পশ্চিম বঙ্গের মফঃস্বল জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য চলাচলের আঞ্চলিক অবরোধ ও কর্ডন তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই সংবাদে লোকে চিনুক আর নাই চিনুক, কিদোয়াই সাহেবকে দুহাত তুলিয়া দোওয়া দিতে লাগিল। কণ্ট্রোলকে দেশের লোক কণ্টক বলিয়া মনে করে। এই কণ্টক উঠুক আর নাই উঠুক, উঠিবে শুনিয়াই "খোস খবরকা ঝুটা আচ্ছা" ভাবিয়া লোকের কতই না আনন্দ হইয়াছিল। গত ১৬ই ও ১৭ই অক্টোবরের "কলিকাতা গেজেটের" বিশেষ সংখ্যায় সরবরাহ আইনের অর্ডিন্যান্স জারীর পর চাষী গৃহস্থ যাঁহারা লেভী প্রথায় সরকারের ধান্য সংগ্রহের নোটিশ পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই আশায় ছাই পড়িয়া দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ধান্যোৎপাদক চাষা বা চাষী ভদ্রলোকেরও জন-প্রতি ভাতে মুড়িতে তিন বেলায় নেহাৎ পক্ষে ৵১। সের চাউলের কম চলিতে পারে না। কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞ, পল্লী গৃহস্থের খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আইন কর্ত্তারা একজনের সম্বৎসরের খাদ্যের বরাদ্দ করিয়াছেন ১০ মণ ধান অর্থাৎ ৭ মণেরও কম চাউল। সকালে ৪ খানি ফুলকো লুচির সঙ্গে বা ১ প্লাইস্ পাঁউরুটির সঙ্গে ১ পেয়ালা চা এবং ৯টা, সাড়ে ৯টা বেলায়, যে ভাত হাতে সয় না তাই মুখে সইয়ে, বড় জোর আধপোয়া চালের ভাত গিলে, জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে যাদের আফিস ছুটিতে হয়, তাহারা বা তাহাদের ওপর-ওয়ালারা কি করিয়া জানিবে যে, যে বীর, দুইটি বলবান গরু বা মহিষের শক্তির তালে তাল রাখিয়া মা বসুমতীর বুক ফাড়িয়া, সূর্য্যদেব, পবনদেব, বরুণ-দেবের প্রকোপ অবহেলায় সহ্য করিয়া, দেশের অন্ন সংস্থান করে, সেই সব অন্নদাতার খাদ্যের বরাদ্দ কত হওয়া উচিত?

এই সব আইন কর্ত্তারা তো আমাদের হাতের তৈরী লোক। আমরা বলদের সঙ্গে খাটিয়া, বলদের দানা পানি যোগাইয়া, বলদের বাক্সে ভোট দিয়া, হালের বলদ বেচিবার উপক্রম করিয়াছি। দোষ কাহাকেও দিবার মুখ নাই। এই সরকার যে আমাদের নিজের সরকার। আজ উপর দিকে থুতু দিলে নিজের মাথায় পড়িবে। আমরা ইংরাজ সরকারের আমলে এই ধানধরার সুখ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি। ইংরাজের চাষার প্রতি অবি-চারের কথা উল্লেখ করিয়া বিদ্রোহী (বর্ত্তমানে উন্মাদ) কবি নজরুল যে গান গাহিয়া গিয়াছেন—সেই গানটী সকলকে শুনাইয়া যদি ক্ষণেকের সান্ত্বনা দিতে পারি তারই চেষ্টা করিতেছি—

"উঠরে চাষী, জগৎবাসী,
ধর কষে লাঙ্গল।
(আমরা) মরতে আছি, ভাল ক'রেই
মরবো এবার চল্॥
চাষী ধর কষে লাঙ্গল।
আমরা ছিলাম পরম সুখে,
ছিলাম দেশের প্রাণ,
(তখন) গলায় গলায় গান ছিল আর,
গোলায় গোলায় ধান,
কোথায় বা সে গান গেল, আর
কোথায় সে কৃষাণ,
মোদের রক্ত জল ক'রে সব
ভরতেছে বোতল।
চাষী ধর ক'ষে লাঙ্গল।
(মোদের) উঠান ভরা শস্য ছিল,
হাস্য-ভরা দেশ,
বৈশ্য দেশের দস্যু এসে
লাঞ্ছনার নাই শেষ,
(এরা) লক্ষ হাতে টানছে মোদের
লক্ষ্মী মায়ের কেশ।

মার কাঁদনে লোনা হলো
সাত সাগরের জল।
চাষী ধর ক'ষে লাঙ্গল।
আমরা মাটির খাঁটি ছেলে
দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন,
রাবণ-অরি রাম,
হালের ফলায় শস্য উঠে,
সীতা তারই নাম,
সেই সীতারে হরছে রাবণ,
সেই মাঠের ফসল।
চাষী ধর ক'ষে লাঙ্গল।
আমরা শহিদ, মাঠের মক্কায়
কোরবানি দিই জান,
সেই খুনে যে ফলছে ফসল,
হরছে তা শয়তান,
(আমরা) যাই কোথা বা ঘরে আগুন,
বাইরে যে তুফান,
চারদিক হ'তে ঘিরে মারে,
এজিদ রাজার দল।
চাষী ধর ক'ষে লাঙ্গল।
চারদিক থেকে ধনিক বণিক
শোষণকারী জাত,
দুই হাতে সব টান্‌ছে মোদের
রাঁধা থালার ভাত,
কোলের খোকা মরছে কোলে,
নাইকো আমার হাত,
সতী-মায়ের বসন কেড়ে,
খেলছে খেলা খল।
চাষী ধর, কষে লাঙ্গল।
জাগরে কৃষাণ সবতো গেছে,
কিসের এত ভয়,
(মোরা) ক্ষুধার জোরেই করবো ওদের
সুধায় জগৎ জয়।
বিশ্বগ্রাসী দস্যু রাজার
হুমকে করবো নয়,
দেখবে এবার সত্য জগৎ
চাষার কত বল।
চাষী ধর ক'ষে লাঙ্গল।'

Jangipur College

WANTED an experienced Building Overseer and a Works Assistant for some six months. Please apply immediately stating salary expected.

PRINCIPAL.

লাঙ্গল কলমের দ্বন্দ্ব

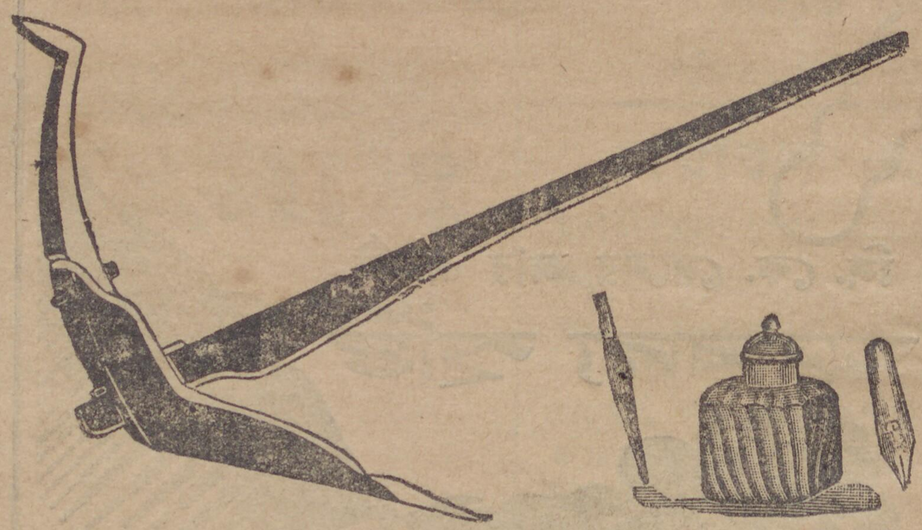

(বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের—সুরে)

লাঙ্গলে কলমে আজি হঠাৎ দেখা।
কলম, দোয়াত, নিব—এরা তিন,
লাঙ্গল কেবল একা।
(আজি হঠাৎ দেখা।)
কলম বলে—লাঙল থাকিস্
মূর্খ চাষার হাতে।
লাঙল বলে—পণ্ডিত বাঁচে
চাষার দেওয়া ভাতে।
(নইলে চুষতো পাঁজি)
কলম বলে—মাটি ঘাঁটিস্
দুই বলদের পাছে।
লাঙল বলে—বলদ জোড়ায়
কংগ্রেস বেঁচে আছে।
(নইলে গদী যেতো)

কলম বলে—শিক্ষিতেরা
আমার আদর জানে।
লাঙল বলে—জীবন বাঁচে
আমার তৈরী ধানে।
(নইলে সব অক্কা পেতো)
কলম বলে—আমার জোরে
হচ্ছে বি-এ, এম-এ
লাঙল বলে—চাকর সেজে
একবারে যায় নেমে।
(চোকে ঝাপ্‌সা দেখে)
কলম বলে—লেভি দেখে
দিচ্ছিস্ গালাগালি।
লাঙ্গল বলে—সবাই যে তোর
মুখে মাথায় কালি।
(ওরে কালামুখো)

এলোপ্যাথিক ঔষধ

এখানে পাইকারী ও খুচরা সর্বপ্রকার ঔষধ সুলভে পাওয়া যায়

ন্যাশনাল মেডিকেল হল

জিয়াগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

বাটী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ সহরের মধ্যস্থলে মিউনিসিপ্যাল অফিসের সম্মুখস্থ দ্বিতল পোক্তা বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

মহম্মদ ইব্রাহিম
রঘুনাথগঞ্জ।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হ

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৩০৩ খাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেং কিরীটি সাহা দিং দাবি ২১৫৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে খাড়ুগ্রাম ৭৫ শতকের কাত ৪৶৭ আঃ ৫৲ খং ১০৫

৩০৬ খাং ডিঃ ঐ দেং মনোরঞ্জন মাল দিং দাবি ১৬৶৯ মৌজাদি ঐ ৪২ শতকের কাত ২৲ আঃ ২৲ খং ৫৮

৩১০ খাং ডিঃ ঐ দেং হাজি ইউসব আলী দাবি ২৬৷৶০ থানা ঐ মৌজে ইমামনগর ৩৫ শতকের কাত ৷৷০ আধ মণ কাঁচি চাউল জন্য ১৫৲০ আঃ ২০৲ খং ২৪

১২৭ খাং ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং নেসমহম্মদ সেখ দিং দাবি ৫৫৲৬ থানা ফরক্কা মৌজে সাঁথোপাড়া ১৫৭ শতকের কাত ৭৶০ আঃ ১০৲ খং ১৪(ক), ১৪(খ), ১৪(গ)

১৮৩ খাং ডিঃ হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দেং আবদুল গোফুর বিশ্বাস দিং দাবি ১৪৷৶০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মঙ্গলপুর ৫২ শতকের কাত ১৷৶১২৷৷ আঃ ১০৲ খং ৩৬২

১৮৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৲০ মৌজাদি ঐ ৮২৷৷ শতকের কাত ১৸০ আঃ ১০৲

২৫৪ খাং ডিঃ উমাপদ চৌধুরী দিং দেং কালু সেখ দাবি ১১৶৩ থানা ফরক্কা মৌজে বীর কেন্দুয়া ১৩৩ শতকের কাত ৸০ আঃ ৫৲ খং ২

২৫৫ খাং ডিঃ ঐ দেং রমণী মণ্ডল দাবি ২৪৷৷০ থানা ঐ মৌজে সাহানগর ৪০১ শতকের কাত ৪৸৶৫ আঃ ৫৲ খং ৬১

২৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১৷৬ মৌজাদি ঐ ২৯০ শতকের কাত ৩৸৫ আঃ ৫৲ খং ৫৫।৪৮ স্থিতিবান স্বত্ব